

HSC 2025



GAMECHANGER!

ফাইনাল প্রিপারেশন কোর্স ২০২৫

আলিবার্ড অফারে

কোর্স এনরোল করতে নিচের লিংকে ভিজিট করো

userweb.utkorsho.org

অথবা কল করো

+88 09613 715 715



বাংলা -৫

বাংলা প্রথম পত্র

‘মানব-কল্যাণ’

ও

‘আঠারো বছর বয়স’





‘মানব-কল্যাণ’

✓ আবুল ফজল



শিখনফল

- ▶ মানবকল্যাণ সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণার স্বরূপ।
- ▶ মানুষের সার্বিক মঙ্গল এর প্রয়াস।
- ▶ মানবকল্যাণ কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য।
- ▶ মানব কল্যাণে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব।
- ▶ মানব মর্যাদার বিষয়টি।



ব্যক্তিগত তথ্য

লেখক পরিচিতি

উল্লেখ্যযোগ্য
ঘটনা ও পুরস্কার

গল্পগুলি

সাহিত্যকর্ম

প্রবন্ধ গ্রন্থ

উপন্যাস



ଆୟୁଳ ଦତ୍ତନ

ଜନ୍ମ: ୧୯୦୩ ମେସାହି [ଚଢ଼ୁଗୁମ୍ଫି]

ପିତାର ନାମ: → ଦେଖିଲୁଲ ଏକ୍ଷ୍ମାନ (ମାତକାନିଧି)

ମାତାର ନାମ: → ପୂନଶ୍ଚାନ ସ୍ଵାଧୀ

ମୃତ୍ୟୁ: → ୧୯୮୩)



ব্যক্তিগত তথ্য

উকের্ষ

◆ লেখক আবুল ফজল চট্টগ্রাম জেলার কোথায় জন্মগ্রহণ
করেন? (দি, বো. ২৩)

- সাতকানিয়া
- বোয়ালখালী
- হাটহাজারী
- বাঁশখালী



ସାହିତ୍ୟ କର୍ମ

ଉକ୍ତର୍ଥ

(ଉପନ୍ୟାସ ଓ ଗଲ୍ପଗ୍ରହଣ)



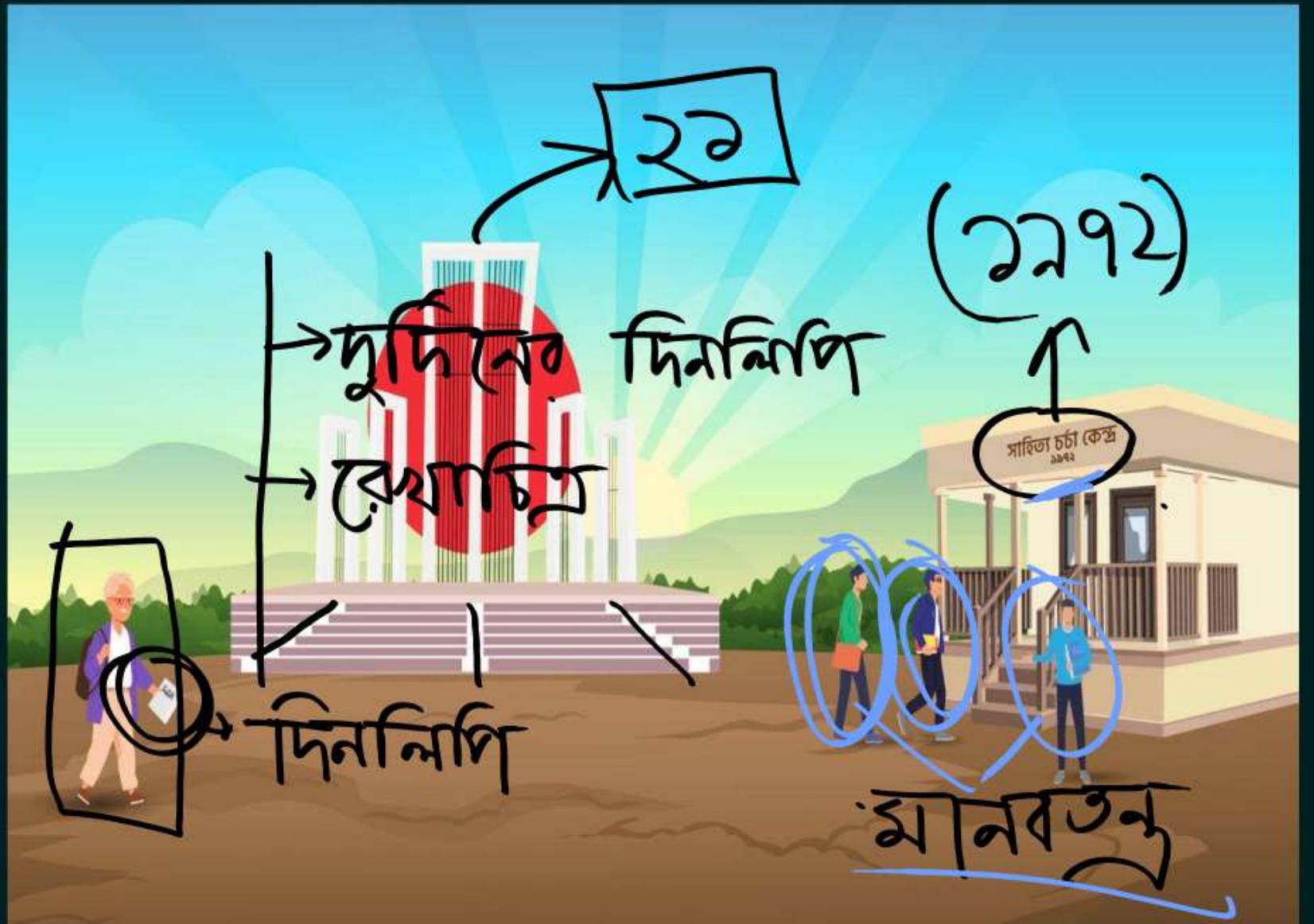
ଉପନ୍ୟାସ: ଚୌଚିବ,
ବାଙ୍ଗ ପ୍ରଭାତ
ଗଲ୍ପଗ୍ରହଣ: ମୃତ୍ୟୁ ଆଞ୍ଜଲ୍ୟ
ଯାତ୍ରି ଦୂର୍ଗମୀ ।



ସାହିତ୍ୟ କର୍ମ

ଉକ୍ତର୍ଥ

(ପ୍ରବନ୍ଧ ଗ୍ରହ) (ମେନମଣୀଏ ପ୍ରାଫଞ୍ଚିଦ)



ସାହିତ୍ୟ ମଂଞ୍ଜୁତି ଜୀବନ
→ ସାହିତ୍ୟ ମଂଞ୍ଜୁତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଧ୍ୟ
ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପରିଚ୍ୟ ବାଧ୍ୟ
⇒ (ମାନବତ୍ତତ୍ୱ)
⇒ ଏତୁତଃ ମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଳ୍ପି



আবুল ফজল রচিত 'চৌচির' কোন ধরনের রচনা? (সি. বো.
২২)

- ক) প্রবন্ধ
- ম) উপন্যাস
- গ) ছোটোগল্প
- ঘ) নাটক

(তমান)



সাহিত্য কর্ম

জি উকের্স

নিচের কোনটি আবুল ফজল রচিত উপন্যাস? (ম. বো.
২২)

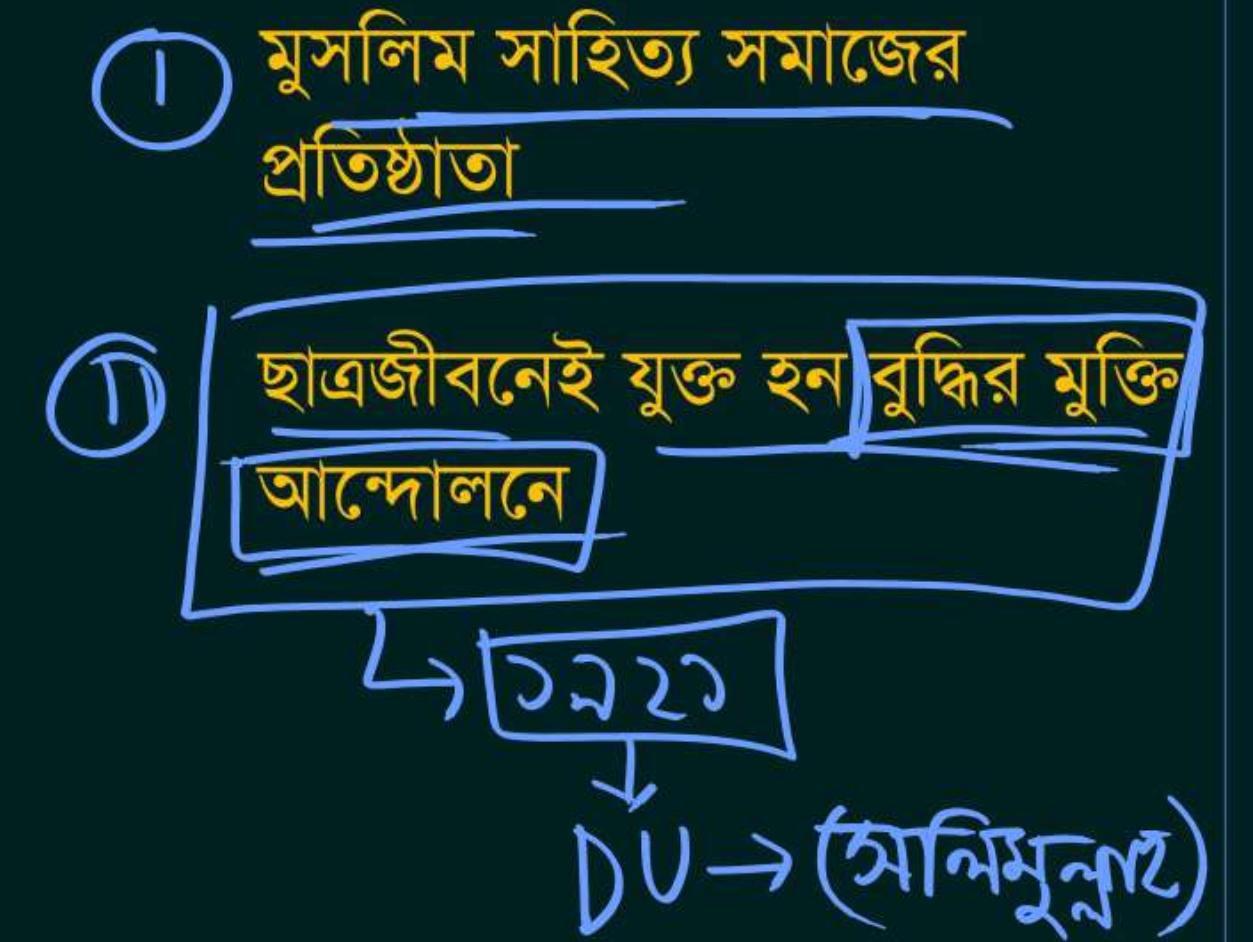
- ক) মাটির পৃথিবী
- খ) রাঙা প্রভাত
- গ) মানবতন্ত্র
- ঘ) দিনলিপি



উল্লেখযোগ্য ঘটনা

পুরস্কার

U উকের্ষ



বাংলা একাডেমী



উল্লেখযোগ্য ঘটনা

জি উকের

মুসলিম সাহিত্য সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আবুল ফজল কোন
যুগান্তকারী আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন? (ঢা. বো. ২২)

- ক) বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন
- খ) ভাষা আন্দোলন
- গ) উন্সত্তরের গণ অভ্যর্থনা
- ঘ) একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ



ব্যক্তিগত তথ্য

১। জন্মঃ ১ জুলায়
১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে।
জন্মস্থানঃ
চট্টগ্রামের

সাতকানিয়ায়

২। পিতাঃ ফজলুর
রহমান।
৩। মাতাঃ
গুলশান আরা
৪। মৃত্যুঃ ৪ মে
১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে

সাহিত্য কর্ম

- ১। প্রবন্ধ : সাহিত্য সংস্কৃতি সাধনা, সাহিত্য সংস্কৃতি
ও জীবন, সমাজ সাহিত্য ও রাষ্ট্র, মানবতত্ত্ব, 'একুশ মানে
মাথা নত না করা'
- ২। গল্পগ্রন্থ : 'মাটির পৃথিবী', 'মৃতের আত্মহত্যা'
- ৩। উপন্যাসঃ চৌচির, রাঙ্গা প্রভাত
- ৪। দিনলিপি : রেখাচিত্র, দুর্দিনের দিনলিপি।

পুরস্কার ও অবদান

- ১। মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা
- ২। ছাত্রজীবনেই যুক্ত হন বুদ্ধির মুক্তি
আন্দোলনে
- ৩। বাংলা একাডেমী পুরস্কার
- ৪। কথাশিল্পী হিসেবে পরিচিত ছিলে



ମାନବତ୍ରୁ

(ମାନବକଲ୍ୟାଣ)

ପାଠ ପରିଚିତି

- ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ୧୯୭୨ ଖିଣ୍ଡାକ୍ଷେ ରଚିତ ହୁଏ ।**
- ଏହି ପ୍ରଥମ 'ମାନବତ୍ରୁ' ଗ୍ରହେର ସଂକଳିତ ହୁଏ ।
- ମାନବକଲ୍ୟାଣ ଧାରଣାଟିର ତାତ୍ପର୍ୟ ବିଚାରେ ସଚେଷ୍ଟ ହେବେଳେଛେ ।**
- ମାନୁଷେର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଲେର ପ୍ରୟାସ କେଇ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ବଲେଛେ ।**
- ମାନବକଲ୍ୟାଣେର ପରିପୂରକ ହିସେବେ ମାନବ-ମର୍ଯ୍ୟାଦାର କଥା ତୁଲେ ଧରେଛେ ।**
- କଲ୍ୟାଣମୟ ପୃଥିବୀ ରଚନାଯ ଲେଖକ ମୁକ୍ତବୁଦ୍ଧିର କଥା ବଲେଛେ ।**



প্রাবন্ধিক আবুল ফজল কত সালে 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধটি
রচনা করেন? (কু. বো. ২২)

- ক) ১৯৭২
- খ) ১৯৭৩
- গ) ১৯৭৪
- ঘ) ১৯৭৫



মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধটি প্রথম কোন গ্রন্থে সংকলিত হয় ? (য. বো.
২৩)

- ক) রাঙা প্রভাত
- খ) মাটির পৃথিবী
- গ) মৃতের আত্মত্যা
- ঘ) **মানবতন্ত্র** →



"ପ୍ରଚଲିତ ଭୁଲ ଧାରଣା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରେର ଦାୟିତ୍ୱ"

ମାନବ-କଳ୍ୟାଣ- ଏ ଶିରୋନାମ ଆମାର ଦେଓଯା ନୟ । ଆମାଦେର ପ୍ରଚଲିତ ଧାରଣା ଆର ଚଲତି କଥାଯ ମାନବ-କଳ୍ୟାଣ କଥାଟା ଅନେକଥାନି ସନ୍ତା ଆର ମାମୁଲି ଅର୍ଥେହି ବ୍ୟବହର ହେଁ ଥାକେ । ଏକମୁଣ୍ଡି ଭିକ୍ଷା ଦେଓଯାକେଓ ଆମରା ମାନବ-କଳ୍ୟାଣ ମନେ କରେ ଥାକି । ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱବୋଧ ଆର ମାନବ-ମର୍ଯ୍ୟାଦାକେ ଏତେ ଯେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରା ହୟ ତା ସାଧାରଣତ ଉପଲବ୍ଧି କରା ହୟ ନା ।

ଇସଲାମେର ନବି ବଲେଛେ, ଓପରେର ହାତ ସବ ସମୟ ନିଚେର ହାତ ଥେକେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ । ନିଚେର ହାତ ମାନେ ଯେ ମାନୁଷ ହାତ ପେତେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଓପରେର ହାତ ମାନେ ଦାତା- ଯେ ହାତ ତୁଲେ ଓପର ଥେକେ ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ଷଣ କରେ ଦାନ ବା ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣକାରୀର ଦୀନତା ତାର ସର୍ବ ଅବସରେ କୀତାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୟ ତାର ବୀଭତ୍ସ ଦୃଶ୍ୟ କାରି ନା ନଜରେ ପଡ଼େଛେ? ମନୁଷ୍ୟତ୍ ଆର ମାନବ-ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଦିକ ଥେକେ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ଆର ଅନୁଗୃହୀତେର ମଧ୍ୟେ ଆକାଶ-ପାତାଳ ତଫାତ ।





"ପ୍ରଚଲିତ ଭୁଲ ଧାରଣା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରେର ଦାୟିତ୍ୱ"

ଏ. କଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବେଳାଯ ଯେମନ ସତ୍ୟ, ତେମନି ଦେଶ ଆର ରାଷ୍ଟ୍ରେର ବେଳାଯ ବରଂ ଅଧିକତର ସତ୍ୟ। କାରଣ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାତିର ଯୌଥ ଜୀବନ ଆର ଯୌଥ ଚେତନାରହି ପ୍ରତିକ ।

ରାଷ୍ଟ୍ରେର ଦାୟିତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରଶାସନ ଚାଲାନୋଇ ନଯ, ଜାତିକେ ଆତୁମର୍ଯ୍ୟାଦାସମ୍ପନ୍ନ କରେ ତୋଳାଓ ରାଷ୍ଟ୍ରେର ଏକ ବୃଦ୍ଧତାର ଦାୟିତ୍ୱ ।
ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହାତପାତା ଆର ଚାଟୁକାରିତାକେ ଦେଇ ପ୍ରଶ୍ରୟ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଛୁତେଇ ଆତୁମର୍ଯ୍ୟାଦାସମ୍ପନ୍ନ ନାଗରିକ ସୃଷ୍ଟି କରତେ ପାରେ ନା ।

ତୁ



দান বা ভিক্ষা গ্রহণকারীর দীনতা তার সর্বঅবয়বে প্রতিফলিত হয়ে কী
সৃষ্টি করে? (কু. বো, ২৩)

- ক) অয়ংকর দৃশ্য
- খ) করুণ দৃশ্য
- গ) বীভৎস দৃশ্য
- ঘ) লাঞ্ছনার দৃশ্য



ভিক্ষা গ্রহণকারীর দীনতা কোথায় প্রতিফলিত হয়? (দি, বো. ২২)

- ক) মুখ মণ্ডলে
- খ) অন্তর মাঝে
- গ) সর্ব অবয়বে
- ঘ) হৃদয়ের গভীরে



এক মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে কোনটি ক্ষুণ্ণ হয়? (চি. বো.
২২)

- ক) মানব অস্তিত্ব
- খ) শুভবোধ
- গ) অধিকারবোধ
- ঘ) মানব-মর্যাদা



মানব-কল্যাণের সোপান রচনার দায়িত্ব কার? (ম. বো.
২৩)

- ক) রাষ্ট্রের
- খ) শিক্ষকের
- গ) ব্যক্তির
- ঘ) গোষ্ঠীর



-'উপরের হাত সব সময় নিজের হাত থেকে শ্রেষ্ঠ'।- কথাটি কে বলেছেন?
(রা.বো ২৩) → ←

- আমাদের প্রচলিত ধারণা আর চলিত কথায় মানবকল্যাণ কথাটা
অনেকখানি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়? (ব.বো ২৩)

- জাতিকে কি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে? (য.বো ২২)



"ଲେଖକେର ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ଓ ନବୀର ମାନବ ମର୍ଯ୍ୟାଦା "

ତାଇ ମାନବ-କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥେ ଆମି ଦୟା ବା କରୁଣାର ବଶବତୀ ହୟେ ଦାନ-ଖ୍ୟାରାତକେ ମନେ କରି ନା । ମନୁଷ୍ୟତ୍ଵେର ଅବମାନନା ଯେ କ୍ରିୟାକର୍ମେର ଅବଶ୍ୟକ୍ତାବୀ ପରିଣତି ତାକେ କିଛୁତେଇ ମାନବ-କଲ୍ୟାଣ ନାମେ ଅଭିହିତ କରା ଯାଯା ନା ମାନବ-କଲ୍ୟାଣେର ଉତ୍ସ ମାନୁଷେର ମର୍ଯ୍ୟାଦାବୋଧ ବୃଦ୍ଧି ଆରମବିକ ଚେତନା ବିକାଶେର ମଧ୍ୟେଇ ନିହିତ । ଏକଦିନ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଇସଲାମେର ନବିର କାହେ ଭିକ୍ଷା ଚାଇତେ ଏସେଛିଲ । ନବି ତାକେ ଏକଥାନା କୁଡ଼ାଳ କିନେ ଦିଯେ ବଲେଛିଲେନ, ଏଟି ଦିଯେ ତୁମି ବନ ଥେକେ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରେ ବାଜାରେ ବିକ୍ରି କରେ ଜୀବିକା ରୋଜଗାର କରୋ ଗୋ । ଏଭାବେ ତିନି ଲୋକଟିତେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଵାବଲମ୍ବନେର ପଥ ଦେଖାନନି, ସେ ସଙ୍ଗେ ଦେଖିଯେ ଦିଯେଛିଲେନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବାନ ହେୟାର, ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସାଥେ ଜୀବନ୍ୟାପନେର ଉପାଯାତ୍ ।





"লেখকৰ মানব কল্যাণ ও নবীৱ মানব মর্যাদা "

মানুষকে মানুষ হিসেবে এবং মানবিক-বৃত্তিৰ বিকাশেৰ পথেই বেড়ে উঠতে হবে আৱ তাৱ যথাযথ ক্ষেত্ৰ
ৱচনাই মানব-কল্যাণেৰ প্ৰাথমিক সোপান। সে সোপান ৱচনাই সমাজ আৱ রাষ্ট্ৰৰ দায়িত্ব। সমাজেৰ
ক্ষুদ্ৰতম অঙ্গ বা ইউনিট পৰিবাৰ- সে পৰিবাৰকেও পালন কৱতে হয় এ দায়িত্ব। কাৰণ, মানুষেৰ ভবিষ্যৎ
জীবনেৰ সূচনা সেখান থেকেই। ধীৱে ধীৱে ব্যাপকতৰ পৰিধিতে যখন মানুষেৰ বিচৱণ হয় শুৱ, তখন সে
পৰিধিতে যে সব প্ৰতিষ্ঠানেৰ সঙ্গে তাৱ সংযোগ ঘটে- তা শিক্ষা কিংবা জীবিকা সংক্ৰান্ত যা হোক না
তখন সে দায়িত্ব ঐসব প্ৰতিষ্ঠানেৰ ওপৱও বৰ্তায়। তবে তা অনেকখানি নিৰ্ভৰ কৱে অনুকূল পৰিবেশ ও
ক্ষেত্ৰ গড়ে তোলাৰ ওপৱ।

—



কর্ণার বশবতী হয়ে দান খ্যরাতের অবশ্যস্তাবী পরিণতি কী?

- ক) মনুষ্যত্বের অবমাননা
- খ) মনুষ্যত্বের বিকাশ
- গ) মনুষ্যত্বের উন্নয়ন
- ঘ) মানব মর্যাদা বৃদ্ধি



মানবকল্যাণ প্রবন্ধে বর্ণিত ভিক্ষুক কার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছিলেন?

- ক) প্রাবন্ধিকের কাছে
- ~~খ) নবির কাছে~~
- গ) ধনী ব্যক্তির কাছে
- ঘ) ব্যবসায়ীর কাছে



(ଶିଖ)

"ଉପଲବ୍ଧି, ମନୁଷ୍ୟ ଓ ବିଭକ୍ତିକରଣ"

ମାନବ-କଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱୟମ୍ଭୂ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ସମ୍ପର୍କ-ରହିତ ହତେ ପାରେ ନା। ପ୍ରତିଟି ମାନୁଷ ଯେମନ ସମାଜେର ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କିତ,
ତେମାନ ତାର କଲ୍ୟାଣଓ ସାର୍ଥକଭାବେ ସମାଜେର ଭାଲୋ-ମନ୍ଦେର ସଙ୍ଗେ ସଂୟୁକ୍ତ। ଉପଲବ୍ଧି ଛାଡ଼ା ମାନବ-କଲ୍ୟାଣ
ଶ୍ରେଫ ଦାନ-ଖ୍ୟରାତ ଆର କାଞ୍ଚାଳି ଭୋଜନେର ମତେ ମାନବ-ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଅବମାନନାକର ଏକ ପଦ୍ଧତି ନା ହେଁ ଯାଇ
ନା, ଯା ଆମାଦେର ଦେଶ ଆର ସମାଜେ ହେଁଛେ। ଏସବକେ ବାହବା ଦେଓୟାର ଏବଂ ଏସବ କରେ ବାହବା କୁଡ଼ୋବାର
ଲୋକେରେ ଅଭାବ ନେଇ ଦେଶେ।

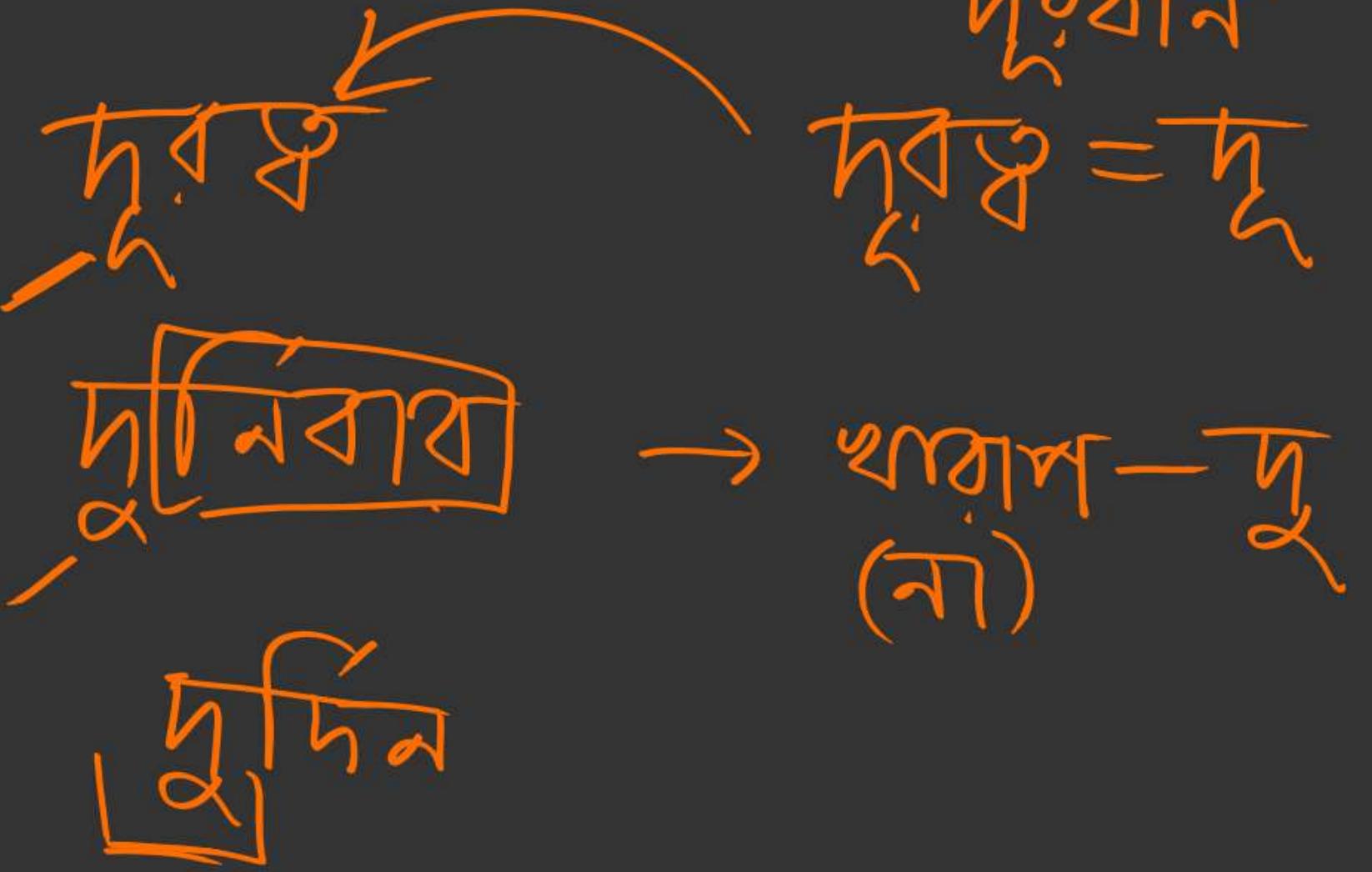
* { ଆସଲ କଥା, ମାନୁଷେର ମନୁଷ୍ୟତ୍ଵକେ ବାଦ ଦିଯେ ଶ୍ରେଫ ତାର ଜୈବ ଅଣ୍ଟିଟ୍ରେର ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶିଳ ଏ ଧରନେର
ମାନବ-କଲ୍ୟାଣ କିଛୁମାତ୍ର ଫଳପ୍ରସ୍ତୁ ହତେ ପାରେ ନା। ଏ ହେଣ ମାନବ-କଲ୍ୟାଣେର କୃତ୍ସିତ ଛବି ଦେଖାର ଜନ୍ୟ
ଦୂରଦୂରାନ୍ତେ ଯାଓୟାର ପ୍ରୟୋଜନ ନେଇ, ଆମାଦେର ଆଶେ-ପାଶେ, ଚାରଦିକେ ତାକିଯେ ଦେଖଲେଇ ତା ଦେଖା ଯାଇ।

ବର୍ତ୍ତମାନେ ମାନବ-କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥେ ଆମରା ଯା ବୁଝି ତାର ପ୍ରଧାନତମ ଅନ୍ତରାୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଜାତି, ସମ୍ପଦାୟ ଓ ଗୋଟୀଗତ
ଚେତନା- ଯା ମାନୁଷକେ ମେଲାଯ ନା, କରେ ବିଭକ୍ତ। ବିଭକ୍ତିକରଣେର ମନୋଭାବ ନିଯେ କାରୋ କଲ୍ୟାଣ କରା ଯାଇ ନା।
କରା ଯାଇ ଏକମାତ୍ର ସମତା ଆର ସହ୍ୟୋଗ-ସହ୍ୟୋଗିତାର ପଥେ।

100

ଦୂରୀନ

ଦୂର୍ବ୍ଲୁ = ଦୂ



বিবর্ত

(C. 8C - 41.00)



নিচের কোনটি বর্তমানে মানব-কল্যাণের প্রধান অন্তরায়?
(সি.বো ২২)

- ক) অবিচ্ছিন্ন মানবচেতনা
- খ) একীভূত মানবচেতনা
- গ) সমষ্টি চেতনা
- ঘ) বিচ্ছিন্ন মানবচেতনা



কি বাদ দিয়ে মানব কল্যাণ সম্ভব নয়?

- ক) সাহায্য
- খ) এক মুষ্টি দান
- ~~গ) মনুষত্ব~~
- ঘ) শিক্ষা



কোন পথে মানুষের কল্যাণ করা যায়?

- ক) সমতা আৱ সংযোগ-সহযোগিতাৱ পথে
- খ) দান খ্যৱাত ও সহযোগিতাৱ পথে
- গ) কৱনাৱ দৃষ্টিতে সাহায্য সহযোগিতাৱ পথে
- ঘ) কঙালি ভোজনেৱ মত সাহায্য সহযোগিতাৱ পথে



"মহৎচিন্তা ও উকি"

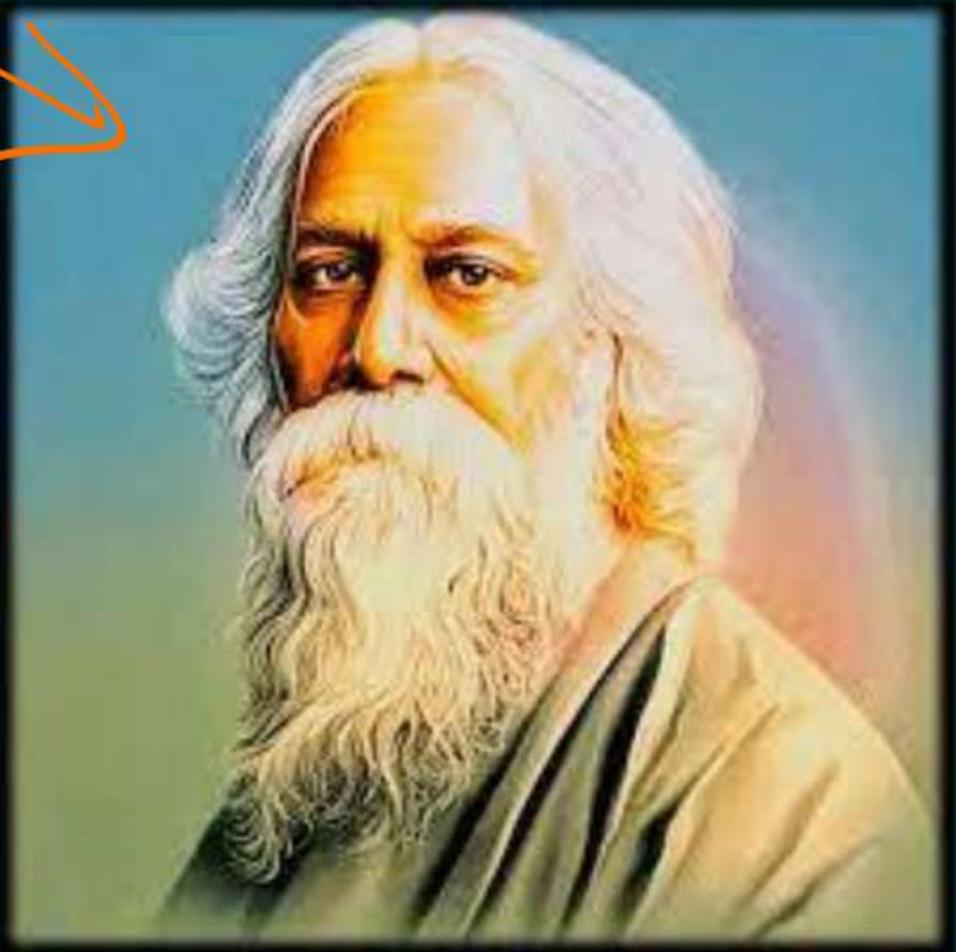
সত্যিকার মানব-কল্যাণ মহৎ চিন্তা-ভাবনারই
ফসল। বাংলাদেশের মহৎ প্রতিভারা সবাই
মানবক চিন্তা আৰ আদৰ্শের উত্তোধিকার রেখে
 গেছেন। দুঃখের বিষয়, সে উত্তোধিকারকে
 আমরা জীবনে প্রয়োগ করতে পারিনি। বিদ্যাপতি
 (চন্দ্রিদাস) থেকে **লালন প্রমুখ কবি** এবং
 অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে **রবীন্দ্রনাথ-নজরুল**
 সবাইতো মানবিক চেতনার উদাত্ত কণ্ঠস্বর।
 বঙ্গিমচন্দ্রের অবিস্মরণীয় সাহিত্যিক উকি "তুমি
 অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?"
 এক গভীর মূল্যবোধেরই উৎসারণ।





"মহৎচিন্তা ও উক্তি"

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত উক্তিটিও
স্মরণীয়: "Relationship is the
fundamental truth of the world of
appearance." কবি এ উক্তিটি করেছিলেন তাঁর
হিবাট বক্তৃতামালায়। অন্তর-জগতের বাইরে যে
জগৎকে আমরা অহরহ দেখতে পাই তার মৌলিক
সত্য পারস্পরিক সংযোগ-সহযোগিতা, কবি যাকে
Relationship বলেছেন। সে সংযোগ বা
সম্পর্কের অভাব ঘটলে মানব-কল্যাণ কথাটা স্বেচ্ছ
ভিক্ষা দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কে পরিণত হয়।





তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?'- কথাটি কার? (চ. বো.
২৩)

- ক) সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- খ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- ঘ) ~~বক্ষিমচন্দ্র~~ চট্টোপাধ্যায়



'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধে লালনকে কী বলা হয়েছে? (ব.বো.
২৩) (২০২১ চতুর্থবর্ষ)

- ক) বাড়ি
- খ) ভাবুক
- গ) সাহিত্যিক
- ঘ) কবি

সত্যিকারের মানবকল্যাণ কীসের ফসল? (ম.বো ২০২২)
(২০২১ চতুর্থবর্ষ)



Red Cross(+)

Red cross(+)

"মানবকল্যাণের বাস্তবচিত্র ও অস্তিত্বাদ "

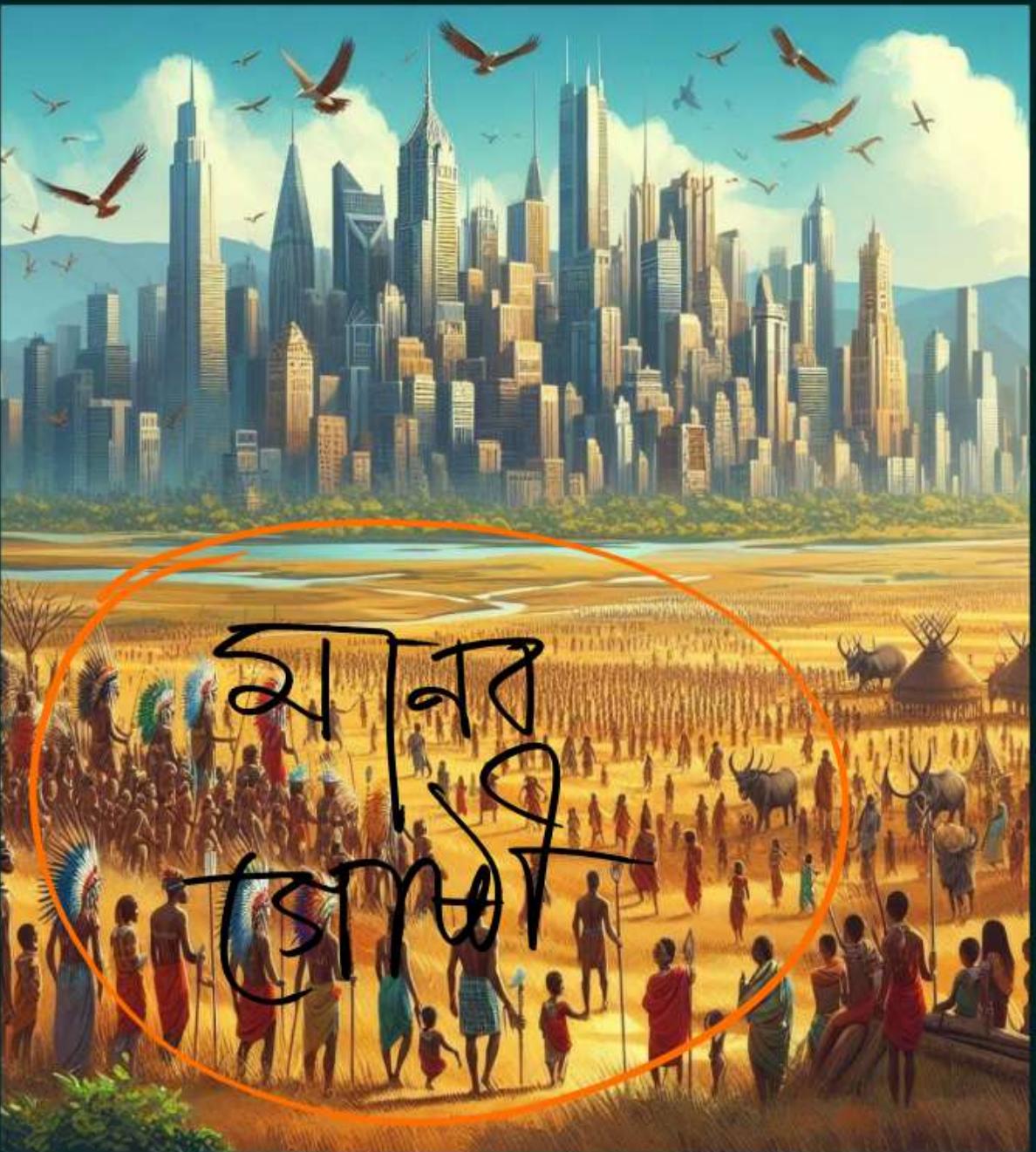
মানব-কল্যাণ অলৌকিক কিছু নয়-এ এক জগতিক মানবধর্ম।
তাই এর সাথে মানব-মর্যাদার তথা Human dignity-র
সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আজ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখলে কী
দেখতে পাই? দেখতে পাই দুষ্ট, অবহেলিত, বাস্তুহারা, স্বদেশ-
বিতাড়িত মানুষের সংখ্যা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। সে সঙ্গে বৃদ্ধি
পেয়েছে রিলিফ, রিহেবিলিটেশন ইত্যাদি শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ।
রেডক্রস ইত্যাদি সেবাধর্মী সংস্থার সংখ্যা বৃদ্ধিই কি প্রমাণ করে
না মানব-কল্যাণ কথাটা স্বেচ্ছ মানব-অপমানে পরিণত হয়েছে?
মানুষের স্বাভাবিক অধিকার আর মর্যাদার স্বীকৃতি আর প্রতিষ্ঠা
ছাড়া মানব-কল্যাণ মানব-অপমানে পরিণত না হয়ে পারে না।





"মানবকল্যাণের বাস্তবচিত্র ও অস্তিত্ববাদ "

কালের বিবর্তনে আমরা এখন আর **tribe** বা গোষ্ঠীবন্ধ জীব নই-
বৃহত্তর মানবতার অংশ। তাই **Go of humanity**-কে বিচ্ছন্ন, বিক্ষিপ্ত
কিংবা খণ্ডিতভাবে দেখা বা নেওয়া যায় না। তেমনি নেওয়া যায় না তার
কল্যাণকর্মকেও খণ্ডিত করে। **দেখতে মানুষও অন্য একটা প্রাণী মাত্র,**
কিন্তু ভেতরে মানুষের মধ্যে রয়েছে এক অসীম ও অনন্ত সন্তানবনার
বীজ। যে সন্তানবনার **স্ফুরণ-স্ফুটনের সুযোগ** দেওয়া, **ক্ষেত্র রচনা** আর
তাতে সাহায্য করাই **শ্রেষ্ঠতম মানব-কল্যাণ** সেটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কিংবা
কোনো রকম অপমান-অবমাননার পথে হতে পারে না। হালে যে
দর্শনকে **অস্তিত্ববাদ** নামে অভিহিত করা হয়, ইংরেজিতে যাকে বলা
হয় **Existentialism**। তারও মূল কথা ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বকে
স্বীকৃতি দান।





'Human dignity' বলতে লেখক কি বুঝিয়েছেন?

- ক) মানব মর্যাদাকে
- খ) মানবিকতাকে
- গ) মানব ধর্মকে
- ঘ) মানব অসম্মানকে

রেড ক্রস কোন ধরনের সংস্থা?

- ক) অর্থনৈতিক
- সেবাধর্মী
- গ) সামাজিক
- ঘ) বাণিজ্যিক



অস্তিত্বাদের মূল কথা কি?

- ক) সামষ্টিক মানুষের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা
- খ) ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা
- গ) ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দান
- ঘ) সামষ্টিক মানুষের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেন

লেখকের মতে আমরা বর্তমানে কিসের অংশ?

- ক) মহাবিশ্বের
- খ) অর্থনৈতিক শক্তির
- গ) বৃহওর মানবতার
- ঘ) সামাজিক উন্নয়নের



"বল প্রয়োগ ও ধর্মের বাণী"

বল প্রয়োগ কিংবা সামরিক শাসন দিয়ে মানুষকে তাঁবেদার কিংবা চাটুকার বানাতে পারা যায় কিন্তু প্রতিষ্ঠা করা যায় না। মানব-মর্যাদার আসনে। সব কর্মের সাথে শুধু যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে তা নয়, তার সামাজিক পরিণতি তথা Social consequence-ও অবিচ্ছিন্ন। যেহেতু সব মানুষই সমাজের অঙ্গ, তাই সব রকম কল্যাণ-কর্মেরও রয়েছে সামাজিক পরিণতি এ সত্যটা অনেক সময় ভুলে থাকা হয়। বিশেষত যখন দৃষ্টি থাকে উর্ধ্ব দিকে তথা পরলোকের পানে।

প্রচলিত

শ্রেফ সদিচ্ছার দ্বারা মানব-কল্যাণ সাধিত হয় না। সব ধর্ম আর ধর্ম-প্রবর্তকেরা বারংবার নির্দেশ দিয়েছেন মানুষের ভালো করো, মানুষের কল্যাণ করো, সুখ-শান্তি দান করো মানুষকে। এমনকি সর্বজীবে হিতের কথাও বলা হয়েছে।

বেদান্ত





মানুষের ভালো করো, মানুষের কল্যাণ করো, সুখ-শান্তি দান করো
মানুষকে।

এই নির্দেশ কারা দিয়েছেন? (ম. বো, ২২)

- ধর্ম প্রবর্তকেরা
- খ) আদর্শ শিক্ষকরা
- গ) ধর্ম বিশ্঵াসীরা
- ঘ) মহাজ্ঞানীরা



"তাই সবরকম কল্যাণ কর্মেরও রয়েছে সামাজিক পরিণতি। মানব-কল্যাণ'
রচনায় মানুষ একথা ভুলে যায় কেন? (য. বো. ২২)

- ক) ইহলোকের চিন্তায়
- খ) অর্থচিত্তের অহংকারে
- গ) পরলোকের চিন্তায়
- ঘ) আত্মাহংকারে



লেখকের মতে শ্রেফ কি দ্বারা মানবকল্যাণ সাধিত হয় না?

- ক) সহযোগিতা
- খ) সহমর্মিতা
- গ) সদিচ্ছা
- ঘ) দান

'Social consequences' এর বাংলা কী?

- ক) সামাজিক বিশ্বাস
- খ) সামাজিক উন্নয়ন
- গ) সামাজিক প্রভাব
- ঘ) সামাজিক পরিণতি



"দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানো ও মুক্তবুদ্ধি"

অতএব আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে সমস্যার মোকাবেলা করতে
হবে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে। নতুন পদ্ধতিতে- যা হবে বৈজ্ঞানিক,
র্যাশনাল ও সুবুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত। সমস্যা যত বড় আর যত ব্যাপকই হোক
না তার মোকাবেলা করতে হবে সাহস আর বুদ্ধিমত্তার সাথে। এড়িয়ে
গিয়ে কিংবা জোড়াতালি দিয়ে কোনো সমস্যারই সমাধান করা যায় না।
আমাদের বিশ্বাস মুক্তবুদ্ধির সহায়তায় সুপরিকল্পিত পথেই কল্যাণময়
পৃথিবী রচনা সম্ভব। যেকোনীর মুক্ত বিচারবুদ্ধির সাহায্যেই বিজ্ঞানের
অভাবনীয় আবিষ্কারকে ধর্বসের পরিবর্তে সুজনশীল মানবিক কর্মে
করা যায় নিয়োগ। তা করা ২লেই মানব-কল্যাণ হয়ে উঠবে মানব-
মর্যাদার সহায়ক।

- ① মুক্তবুদ্ধি চট্ট
- ② চিত্তমূল -





বিজ্ঞানের অভাবনীয় আবিষ্কারকে ধর্মের পরিবর্তে সৃজনশীল মানবিক কর্মে নিয়োগ করা যায়-
একমাত্র কার সাহায্যে? (ঢা, বো, ২২)

- \
- (~~ক) মুক্ত বুদ্ধি~~
~~খ) মুক্ত বিচার বুদ্ধি~~) *
- গ) সদিচ্ছা
ঘ) সুবুদ্ধি

'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধে আবুল ফজল চেয়েছেন- (ব. বো. ২৩)

- ✓) মুক্তবুদ্ধির বিকাশ
খ) পারম্পরিক সম্প্রতি
গ) সাম্যবাদী সমাজ
ঘ) পট পরিবর্তন



কোভিড-১৯ এর সময়ে 'পদ্মুরাগ' নামক সামাজিক সংগঠনটি ছিন্মূল মানুষদের একবেলা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছিল। প্রতিদিন শত শত মানুষকে খাবার দিয়েও প্রতিষ্ঠানটি তৃপ্ত হতে পারেনি। ইদানীং সংগঠনটির সদস্যদের নতুন উপলক্ষ্মি হয়েছে যে, তাঁরা প্রতি মাসে একজন করে ছিন্মূল মানুষকে আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত করে পরাবলম্বন থেকে মুক্তি দিবেন।

ক. 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধটি কত সালে রচিত?

খ. 'সত্যিকার মানব-কল্যাণ মহৎ চিন্তা-ভাবনারই ফসল'- এ বাক্যের মর্মার্থ লেখো।

গ. উদ্দীপকের পদ্মুরাগ সংগঠনটির কোভিডকালীন কার্যক্রম আমাদের কোন গতানুগতিক রীতির প্রতিফলন?

'মানব-কল্যাণ' অনুসারে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. পদ্মুরাগ সংগঠনটির সদস্যদের নতুন উপলক্ষ্মির মাঝে কি 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের মূলবক্তৃত্ব নিহিত রয়েছে? তোমার যুক্তি দাও।



‘ଆଠାରୋ ବହର ବୟସ’

ସୁକାନ୍ତ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ୟ



ଆଘାତ
ବେଦନା
ସର୍ବନାଶ
ଭୟଂକର
ଦୀର୍ଘଶ୍ଵାସ



শিখনফল:

- তরুণদের শক্তি-সাহস-উদ্দীপনা সম্পর্কে ধারণা।
- আঠারো বছর বয়সের শারীরিক মানসিক সামাজিক সংকটের স্বরূপ।
- ভুল সিদ্ধান্তের ফলে ধ্বংসাত্ত্বক পরিণতি
- দেশ ও মানবজাতির কল্যাণে আঠারো বছর বয়সের প্রশংসনির তাৎপর্য।



ব্যক্তিগত তথ্য

লেখক পরিচিতি

উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ



ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ

ଉକ୍ତ

ଶୁଭାନ୍ତ ପଣ୍ଡମ୍

ଜନ୍ମ: ୧୯୨୫ ମସି + ୨୨

ପିତାର ନାମ:

ମାତାର ନାମ: ଶୁଭମିତ୍ର ଦେବ

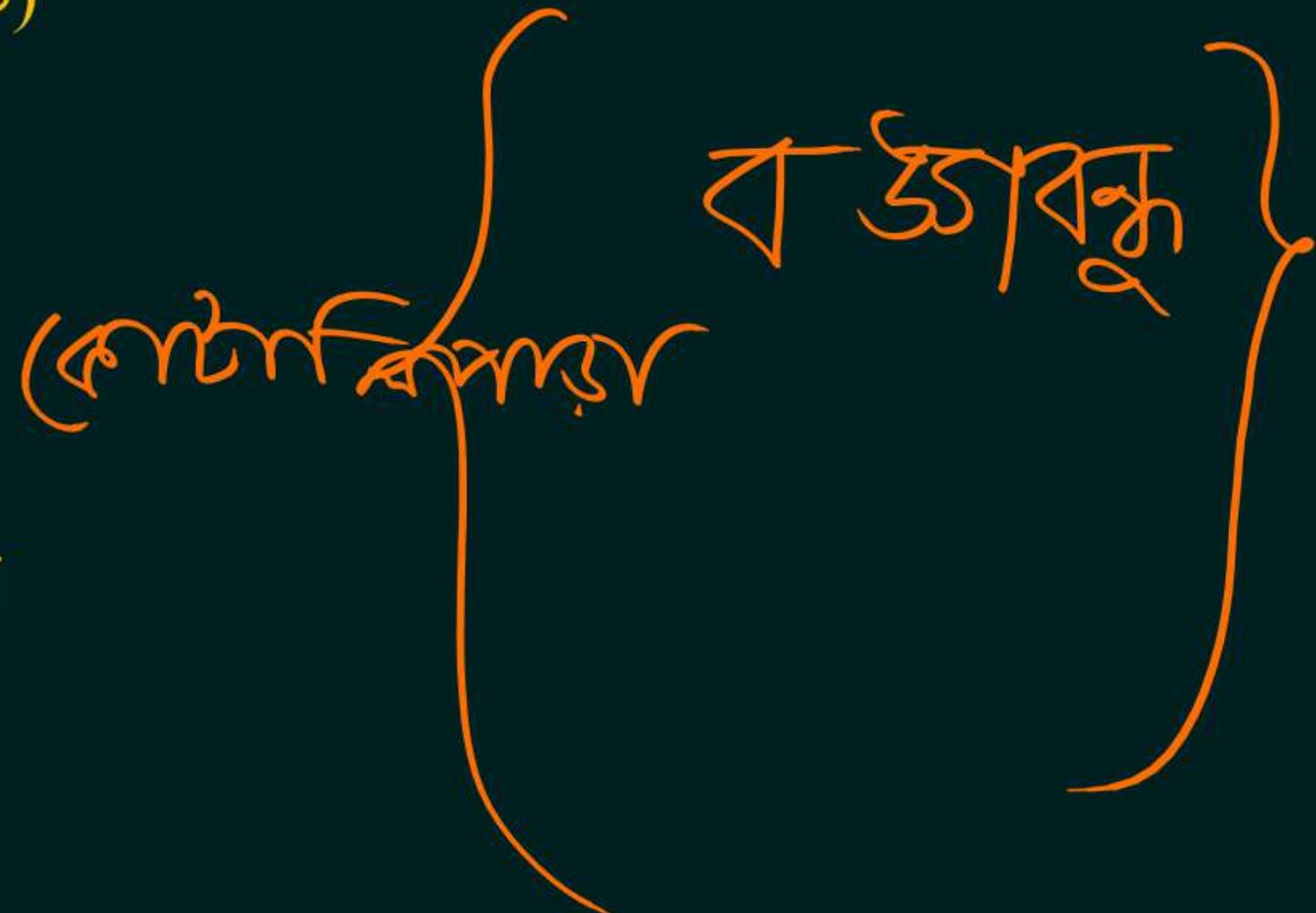
ମୃତ୍ୟୁ:

୧୯୮୭



କବି ମୁକାନ୍ତ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟେର ଜନ୍ମ କୋନ ଜେଲୋଯା? (ରୋ, ବୋ,
୧୯; ଚ. ବୋ. ୧୯)

- କ) ବରିଶାଳ
- ଗୋପାଲଗଞ୍ଜ
- ଘ) କୁଡ଼ିଗ୍ରାମ
- ଘ) ବ୍ରାନ୍ଧନବାଡ଼ିଆ





সুকান্ত হটাচয় আমৃতু। কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন? (রা.বো
২২)

ক) দৈনিক বাংলা

খ) দৈনিক স্বাধীনতা

গ) পূর্বশা

ঘ) সবুজপত্র

দৈনিক স্বাধীনতা
(চিরণ মত্ত)



সবচেয়ে কম বয়সে মৃত্যবরণকারী কবি- (ব.বো ২৩)

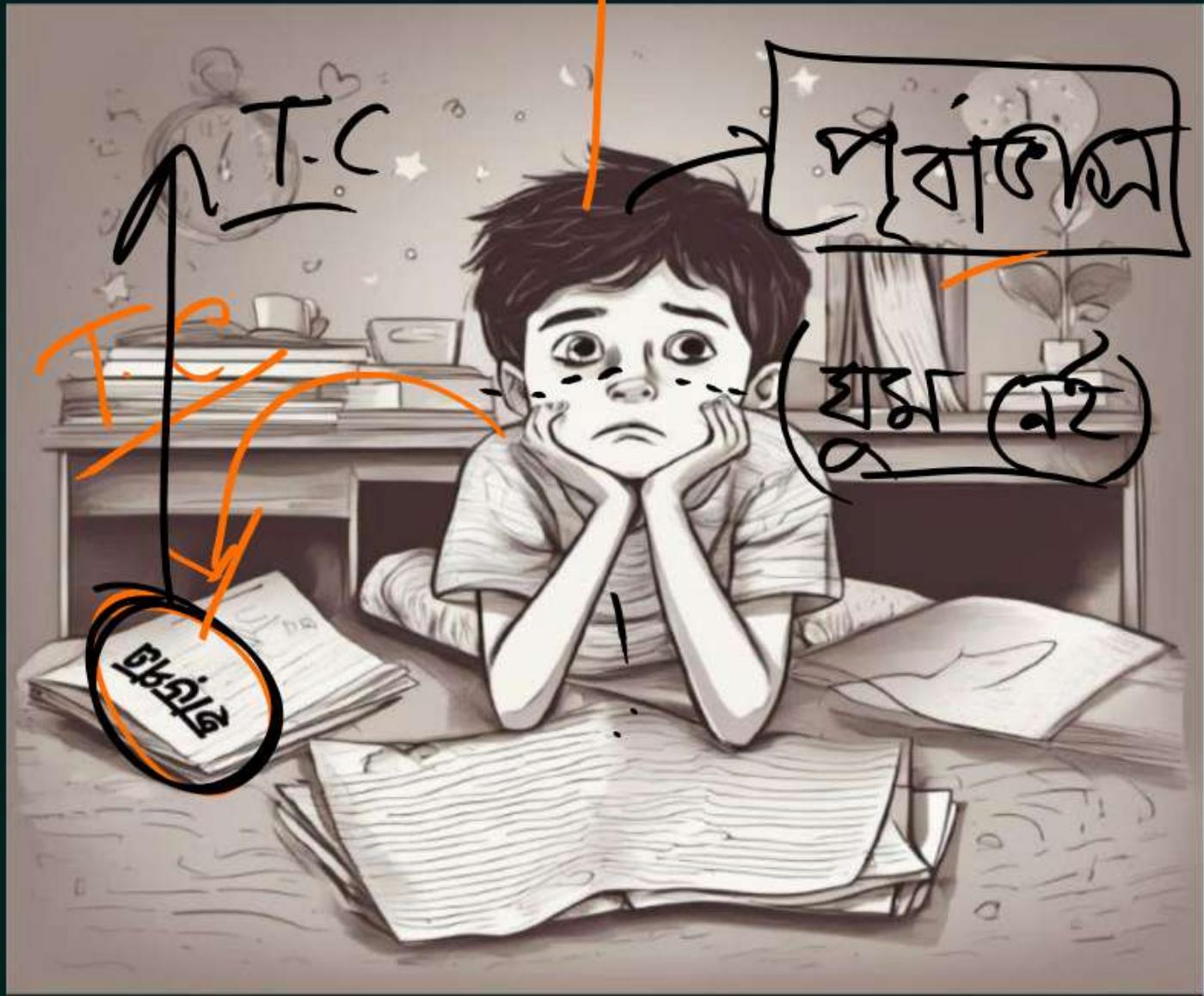
- ক) জসীমউদ্দিন
- খ) সুফিয়া কামাল
- গ) ~~সুকান্ত ভট্টাচার্য~~
- ঘ) শামসুর রাহমান



সাহিত্য কর্ম

(বাহ্যিক)

(কাব্যগ্রন্থ)



চাপ → *

- ধূম গুড়
- প্রকাশন



সাহিত্য কর্ম

U উকের্ষ

(কাব্যগ্রন্থ)



→ বৃত্তান্ত → ✖
→ অভিযান
→ অপোল
↓
অংশনিতি → গ্রন্থ
(দ্যুমিশ্লেষণ পাঠ্য)



সুকান্ত ভট্টাচার্য রচিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি? (সি.বো।১৫)

- {
ক) রৌদ্র করোটিতে
খ) ছাড়পত্র
গ) সহসা সচকিত
ঘ) মুহূর্তের কবিতা



কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য **সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ** কোনটি? (দি.বো
১৫)

(পংক্তি)

- ক) হরতাল
- খ) ছাড়পত্র
- গ) ঘূর নেই
- ~~ঘ) আকাল~~ (চৰমিমল) গ্ৰন্থ



সুকান্ত ভট্টাচার্য ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের পক্ষে কী কাব্যগ্রন্থ
সম্পাদনা করেন?
(কু.বো.২২, সি.বো ২২)

- ক) মিঠেকড়া
- খ) হরতাল
- গ) অভিযান
- ঘ) আকাল



লেখক পরিচিতি:

উক্ত

ব্যক্তিগত তথ্য

১। জন্মঃ ১ ১৯২৬ সালের ১৫ ই
আগস্ট।

জন্মস্থান : গোপালগঞ্জ জেলার
কোটালিপাড়া।

২। পিতাঃ নিবারণ চন্দ্ৰ ভট্টাচার্য।

৩। মাতাঃ সুনীতি দেবী।

৪। মৃত্যুঃ ১৯৪৭ সালের ১৩ই মে।

সাহিত্য কর্ম

১। কাব্যগ্রন্থ : 'ছাড়পত্র' , 'মুম নেই', 'পূর্বাভাস', 'অভিযান'
ও 'হৱতাল'।

২। তার সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ 'আকাল'

অবদান

১। 'দৈনিক স্বাধীনতার' কিশোরসভা অংশের
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।



পাঠ পরিচিতি

- আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ থেকে
সংকলিত হয়েছে।
- কবিতাটি 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে রচিত $(6+6+2)(6+6+2)$
- কবিতায় বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যগুলোকে তুলে ধরা হয়েছে।
- নানা সমস্যাপীড়িত দেশে তারুণ্য ও যৌবনশক্তিকে দেশ পরিচালক হিসবে
কামনা করেন।
- এই কবিতায় বিপুব ও মুক্তির দিকটি তুলে ধরা হয়েছে।



'আঠারো বছর বয়স' কোন ছন্দে রচিত?
(চি. বো. ১৬; সি. বো. ১৬)

ক) অক্ষরবৃত্ত

খ) স্বরবৃত্ত

গ) গদ্যছন্দ

✓মাত্রবৃত্ত Medium



বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ওদার্য, অফুরন্ত
যাহার প্রাণ, অটল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠি তলে'-'
তারংণ্যের এ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে- (দি বো. ১৭)

- ক) সাম্যবাদী কবিতায়
- খ) আঠারো বছর বয়স কবিতায়
- গ) ঐকতান কবিতায়
- ঘ) সেই অন্ত্র কবিতায়



(মোট ৫টাখন)

উষার দুয়ারে হানি আঘাত আমরা আনিব রাঙ্গা প্রভাত আমরা টুটাবো তিমির
রাত বাধার বিন্ধ্যাচল।

উদ্দীপকটি কোন কবিতার ভাব ধারণ করে? (ব. বো. ২২)

- ক) আঠারো বছর বয়স
- খ) সেই অন্ত্র
- গ) ফেব্রুয়ারি-১৯৬৯
- ঘ) বিদ্রোহী



'১৮ বছৰ বয়স' কবিতাটি কবিৱ কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
(চ.বো ২৩)

সুকান্ত ভট্টাচার্যেৰ কাব্যগ্রন্থ 'ছাড়পত্ৰ' কত সালে প্ৰকাশিত?
(চ.বো ২৩)



ମୂଳ କବିତା

ଆଠାରୋ ବଚର ବୟସ କୀ ଦୁଃଖ

ସ୍ପଧାଯନେୟ ମାଥା ତୋଲବାର ଝୁକ୍କି,

ଆଠାରୋ ବଚର ବୟସେଇ ଅହରହ

ବିରାଟ ଦୁଃଖସେରା ଦେୟ ଯେ ଉକ୍ତି ।





আঠারো বছর বয়স দুঃসহ কেন?

(ব. বো. ১৯)

- ক) পাথরের বাধা ভাঙতে চায় বলে
- খ) বাস্পের বেগে স্থিমারের মতো চলে বলে
- গ) প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণার কারণে
- জ) স্পর্ধায় মাথা তোলবার ঝুঁকির কারণে

.



'ଆଠାରୋ ବହର ବସ' କବିତା 'ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ' ପାଇଁ ଲଙ୍ଘନ କରିବାର ବୁଝି । ଚରଣଟିତେ
ପ୍ରକାଶ ପେଯେଛେ ତରଣଦେର-
(ଚ.ବୋ ୨୩, ଢା.ବୋ ୧୬)

କ) ଆତ୍ମନିଭରତା

~~ଖ)~~ ଦୃଢ଼ତା / ଜ୍ଞାନକ୍ରି

ଗ) ସ୍ଵାବଳମ୍ବିତା

ଘ) ଆତ୍ମସ୍ତରିତା



ମୂଳ କବିତା

ଆଠାରୋ ବଚର ବୟସେର ନେଇ ତ୍ୟ
ପଦାଘାତେ ଚାଯ୍ ଭାଙ୍ଗତେ ପାଥର ବାଧା,
ଏ ବୟସେ କେଉଁ ମାଥା ନୋୟାବାର ନୟ-
ଆଠାରୋ ବଚର ବୟସ ଜାନେ ନା କାଁଦା ।





'আঠারো বছর বয়স' কবিতা অনুসারে আঠারো বছর বয়স কী জানে না? (ম. বো.
২৩)

- ক) কাঁদা
- খ) ভয়
- গ) মাথা নোয়ানো
- ঘ) রক্তদানের পুণ্য



এখন যৌবন যার } মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়'-

নিচের কোন চরণের সাথে উদ্বীপকের ভাবগত মিল রয়েছে? (রা, বো. ১৬)

ক) ~~পদাঘাতে চায় ভাঙ্গতে পাথর বাধা~~

খ) শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দ আর রৌদ্রের ছায়ায়

গ) কাছ থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি

ঘ) অভাগ মানুষ যেন আবার জেগে ওঠে এই আশায়



ମୂଳ କବିତା

ଏ ବୟସ ଜାନେ ରକ୍ତଦାନେର ପୁଣ୍ୟ
ବାଷ୍ପେର ବେଗେ ଶିମାରେର ମତୋ ଚଲେ,
* {ପ୍ରାଣ ଦେଓୟା-ନେଓୟା ଝୁଲିଟା ଥାକେ ନା ଶୂନ୍ୟ
ସଂପେ ଆତ୍ମାକେ ଶପଥେର କୋଲାହଲେ ।





নিচের কোন চরণে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কবির মতে ইতিবাচক
বক্তব্যের প্রকাশ ঘটেছে? (সি, বো. ২২)

- ক) এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
- খ) তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা
- গ) দুর্ঘোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার
- ঘ) ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ



"এখন যৌবন যাই, যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়"-

উপর্যুক্ত উদ্দীপকের সঙ্গে নিচের কোন চরণের ভাব সাদৃশ্যপূর্ণ? (ঢা. বো.
২৩)

- ক) এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়
- খ) এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
- গ) এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে
- ঘ) এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে



আঠারো বছর বয়স' কবিতায় তরঁণেরা বাপ্পের বেগে কীসের মতো চলে' (ঢা. বো.
১৫)

- ক) জাহাজের
- খ) বিমানের
- গ) স্টাম্পারের
- ঘ) নৌকার



'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় তরঁণেরা শপথের কোলাহলে
কী সঁপে দেয়? (দি, বো. ২৩)

- ক) আত্মা
- খ) প্রাণ
- গ) জীবন
- ঘ) রক্ত



নিচের কোনটিতে আঠারো বছর বয়সের ইতিবাচক দিকের
প্রতিফলন ঘটেছে? (য.বো ১৬)

- ক) এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা
- খ) এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরো থরো
- গ) সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে
- ঘ) দুর্ঘাগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার

(টেক্সট)
টেক্সট



আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি 'সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে'
বলতে বুঝিয়েছেন-
(চ. বো. ২২: ব. বো. ১৬)

- ক) রক্তদানের পুণ্য
- গ) আত্মাগের মহিমা
- খ) কথা ও কাজের ঐক্য
- ঘ) যৌবনের দুঃসাহসিকতা



ମୂଳ କବିତା

ଆଠରୋ ବଚର ବସ ଭୟକ୍ରମ
ତାଜା ତାଜା ପ୍ରାଣେ ଅସହ ସମ୍ରଗ୍ନା,
ଏ ବସେ ପ୍ରାଣ ତୀର ଆର ପଥର
ଏ ବସେ କାନେ ଘାସେ କତ ମନ୍ତ୍ରଗା ।





তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য- কী?

- ক) কল্পনা
- খ) মন্ত্রণা
- গ) বন্দনা
- ~~ঝ) যন্ত্রণা~~



আঠারো বছর বয়সিদের তাজা প্রাণে কেমন যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়? (দি, বো.
১৬)

- ক) সামান্য
- খ) বীভৎস
- গ) সহনীয়
- ~~ঘ) অসহ~~



'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'এ বয়সে প্রণ তীর আর প্রখর' বলতে
বোঝানো হয়েছে- (কু. বো. ১৬)

প্রণ তীর আর প্রখর

- ক) বিদ্রোহ ও জটিলতা।
- খ) তীব্রতা ও সংবেদনশীলতা
- গ) প্রগতি ও সংগ্রামশীলতা
- ঘ) দুঃসাহস ও স্নেহ-মমতা



আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর' কারণ, এ বয়সে- (য. বো. ১৭)

- i. আঘাত আসে
- ii. প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা
- iii. প্রাণ তীব্র আর প্রথর

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) ii ও iii
- গ) i ও iii
- ঘ) i, ii ও iii



মূল কবিতা

আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার
পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান,
দুর্ঘেস্থি হাল ঠিক মতো রাখা ভার
ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।





সহস্র প্রাণ ক্ষত-বিক্ষত হয়- (ব. বো, ১৭)

- ক) জীবনের লক্ষ্য ঠিক থাকে না বলে
- খ) সমাজের অনাচার প্রতিকারে অপারগ বলে
- গ) নেতৃত্বাচক বিষয়ের প্রতি বেশি ঝৌঁকে বলে
- ~~ঘ) অজস্র আঘাত প্রতিরোধে অক্ষম বলে~~



আঠারো বছর বয়সে কী ক্ষত-বিক্ষত হয়?

- ক) মানুষের মন
- খ) মহামানব
- গ) সহস্র প্রাণ
- ঘ) বিরাট দুঃসাহসেরা



ମୂଳ କବିତା

ଆଠାରୋ ବଚର ବୟସେ ଆଘାତ ଆସେ
ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଏକେ ଏକେ ହ୍ୟ ଜଡୋ,
ଏ ବୟସ କାଲୋ ଲକ୍ଷ ଦୀର୍ଘଶ୍ଵାସେ
ଏ ବୟସ କାଂପେ ବେଦନାୟ ଥରୋଥରୋ ।





এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে-এ পঙ্ক্তি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? (রা. বো.
২৩, ১৭)

- ক) জীবনের ঝুঁকি
- খ) প্রাণ বিসর্জন
- গ) ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস
- ঘ) ভীতির বার্তা



আঠারো বছর বয়স বেদনায় থরোথরো কাঁপে কেন?

(রা, বো, ২৩; রা. বো, ১৭)

- ক) শপথের কোলাহলে
- খ) অজস্র ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসে
- গ) জয়ের আনন্দে
- ঘ) অভিমানে



ମୂଳ କବିତା

ତବ ଆଠାରୋର ଶୁଣେଛି ଜୟଧନି,
ଏ ବୟସ ବାଁଚେ ଦୁର୍ଯ୍ୟଗେ ଆର ଝଡ଼େ,
ବିପଦେର ମୁଖେ ଏ ବୟସ ଅଗ୍ରଣୀ
ଏ ବୟସ ତବୁ ନତୁନ କିଛୁ ତୋ କରେ ।





বিপদের মুখে 'আঠারো বছর বয়স' কেমন? (য. বো. ২৩; কু. বো. ২২, ১৫)

ক) প্রথর

খ) অগ্রণী

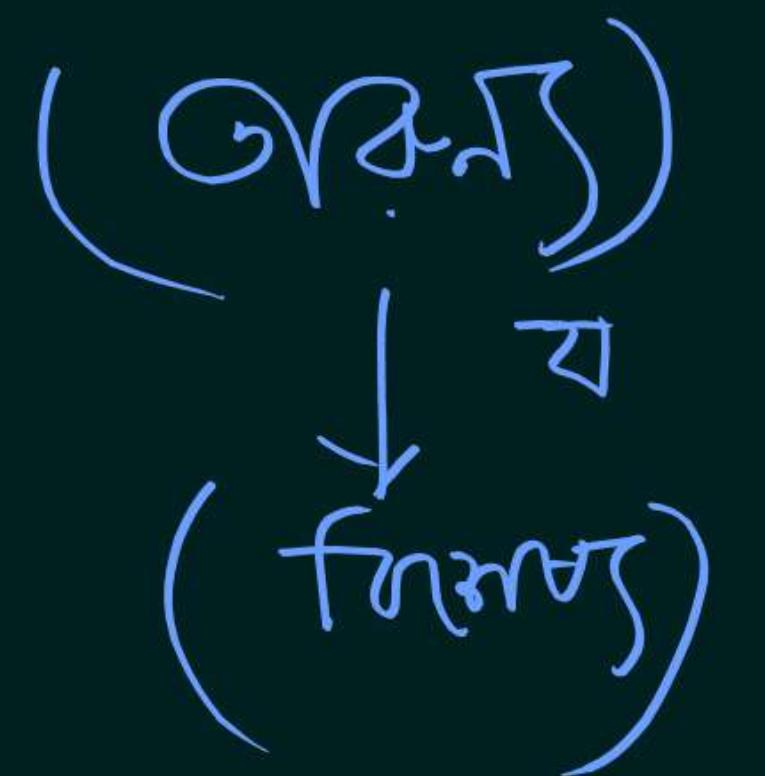
গ) দুর্বার

ঘ) দৃঃসাহসী



কোন বয়সে মানুষ নতুন কিছু করে?

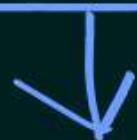
- ক) নব- যৌবনে
- খ) পরিণত বয়সে
- গ) শৈশব
- ঘ) কৈশোরে





মূল কবিতা

এ বয়স জেনো ভীৱু, কামুৰুষ শয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়-
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে ॥





“এ বয়স যেন ভীরু কাপুরুষ নয়”

পঙ্কজিতে কত বছর বয়সের কথা বলা হয়েছে? (টা.বো.২৩)

- ক) ১৬ বছর
- খ) ১৭ বছর
- গ) ১৮ বছর
- ঘ) ১৯ বছর



"এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে"

পত্রিকাটিতে কবির কোন মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে? (রা. বো. ২২)

- ক) তারুণ্য শক্তির জাগরণের প্রত্যাশা
- খ) তারুণ্য শক্তির অপচয়ে হতাশা
- গ) আঠারো বছর বয়সের বৈশিষ্ট্য
- ঘ) দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলা



'আমাদের তরুণরাই দেশ ও জাতির চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়াক ।-

এ প্রত্যাশার প্রতিফলন 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কোন চরণটিতে ঘটেছে? (ঢ. বো. ১৯)

- ক) আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা ।
- খ) এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো ।
- গ) এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে
- ঘ) ~~এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে ।~~



'ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?- প্রলয় নৃতন সৃজন-বেদন!

আসছে নবীন-জীবন-হারা অ-সুন্দরে করতে হৈদন!

তাই সে এমন কেশে বেশে

প্রলয় বয়েও আসছে হেসে-

মধুর হেসে!

ভেঙ্গে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর!'

ক) আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

খ) আঠারো বছর বয়স দুর্ঘাগে হাল ঠিক রাখতে পারে না কেন?

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত ইতিবাচক দিকের সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মিল নির্ণয় করো।

ঘ) 'ভেঙ্গে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর!'- এ চরণে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে।

তুমি কী মনে করো? বিশ্লেষণ করো



তোমারা হতাশ হইয়ো না।

(আল কুরআন)



আজকে তাহলে এ পর্যন্তই, আবার দেখা হবে।